দৈনিক ইনকিলাব

MAR. 0 1 2002

তারিখ ... ০১ ... ০৩ ... ০২ ...

@.com জমজমাট বিসিএস কম্পিউটার মেলা

আহমদ আতিক/মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

ডট কম মেলা। হ্যাঁ, কম্পিউটার মেলা। মেলা হয়ে গেছে ২৪-৩০ মার্চ। মেলা বসেছিল ঢাকার আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে। আকাশের অবস্থা ছিল কোনদিন ভাল, কোনদিন ঝড়ো হাওয়া, বৃষ্টি, ধুলিঝড় আবার হঠাৎই প্রচণ্ড রোদ। তবুও কোন নিস্তার নেই এই নগরীর মানুষগুলোর। সকাল থেকে রাত অবধি ভিড় লেগেই ছিল অবিরাম। কেউ এসেছিল তার শখের কম্পিউটারটি ক্রয় করতে, কেউবা ঘুরে বেড়ানো, আবার কেউবা বন্ধুদের/বন্ধুকে সঙ্গ দিতে। তবে সবচেয়ে বেশী দর্শক এসেছিল বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রটি দেখতে। অবশ্যই দর্শকদের অধিকাংশই ছিল স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ-তরুণী। মূলত শিশুদের সাথে নিয়েই এসেছিল অভিভাবকরা।

এবারের মেলার আয়োজন ছিল ৫ লাখ বর্গফুট আয়তনের বিশাল জায়গা জুড়ে। নিচতলায় কম্পিউটার ও এর সাথে যুক্ত সরঞ্জামাদির বিশাল সমারোহ ছিল। আর দোতলাতে ছিল কম্পিউটারের উপর প্রকাশিত নানা বই, ম্যাগাজিন আর সিডির সমারোহ। দোতলার আর এক পাশে ছিল দর্শকদের জন্য ৩০টি পিসি সমারোহ সাইবার ক্যাফে আর ক্যাফেটেরিয়া। সাইবার ক্যাফে ব্যবহারের জন্য অনেকেই দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষমাণ থাকতে দেখা যায়।

কোন স্টল মালিকই এবার তাদের বিক্রীত মালামালের সাথে পলিথিনের ব্যবহার করেনি। করেছিল বিকল্প কাপড়ের ও কাগজের ব্যাগের ব্যবহার।

মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এই প্রথম কোন সরকার প্রধান কম্পিউটার মেলার উদ্বোধন করলেন। বিভিন্ন ইন্টারনেট কোম্পানী ও অক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে এসেছিল তাদের সেবার মান ও দক্ষতার সাথে ক্রেতাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। নতুন নতুন হাজারও সব সফটওয়্যারও এসেছিল মেলায়। যার বেশীরভাগই দেশে তৈরী। সেই সাথে ছিল নজরকাড়া নানান IT পণ্য। এরমধ্যে কালার প্রিন্টার, এর ইঙ্ক কার্টিজ, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সাউন্ড কার্ড, সারাউন্ড সাউন্ড সিস্টেম, এলসিডি মনিটর, ডিজিটাল ক্যামেরা, ইন্টার অ্যাকটিভ কিয়স্ক, ওয়্যারলেস কী বোর্ড, মাউস ইত্যাদি। দর্শকরা এগুলোর সাথে পরিচিত হয়েছে। তবে গেমসের কোন পাইরেটেড সিডি এবারের মেলায় নজরে আসেনি।

একনজরে বিসিএস কম্পিউটার মেলা ২০০২ : ১৯৯৩ সাল থেকে বিসিএস কম্পিউটার মেলার যাত্রা শুরু। এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৮ম কম্পিউটার মেলা। এবারের মেলায় মোট ১৩৭টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। স্টল রয়েছে ১৭৮টি। এর মধ্যে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং ইন্টারনেট সেবাভিত্তিক ১১৯টি স্টল নিচতলায়। দোতলায় বসেছিল সফটওয়্যার ও ইনফরমেশন টেকনোলজীর প্রশিক্ষণভিত্তিক ৩৯টি এবং আইটি প্রকাশনাভিত্তিক ১২টি স্টল। মেলার টিকেটের দাম ২০ টাকা। দর্শকদের কাছে টিকেট বিক্রি করে আয় হয়েছে প্রায় এক কোটি টাকা। প্রতিটি স্টলের জন্য নেয়া হয়েছে ৩৫ হাজার টাকা। প্রতিটি স্টলের স্ট্রাকচার ১৮ হাজার টাকা। মেলার স্পনসর স্যামসাং দিয়েছে প্রায় ১৭ লাখ টাকা।

ভিডিও কনফারেন্সিং এন্ড টেলিমেডিসিন : বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি থেকে পূর্বেই ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে, এবারের মেলায় থাকবে ভিডিও কনফারেন্সিং ও টেলিমেডিসিনের ব্যবস্থা। তবে অজ্ঞাত কারণে টেলিমেডিসিনের সেবা মেলায় দেখা না গেলেও ছিল ভিডিও কনফারেন্সিং-এর ব্যবস্থা। বিসিএস এর ব্যবস্থাপনায় হাইটেক প্রফেশনালসের কারিগরি সহযোগিতায় নিউইয়র্কের সাথে এ কনফারেন্সিং হয়েছে। মেলায় এ সকল উন্নতমানের প্রযুক্তি প্রদর্শনীর আয়োজন থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মেলা যেন আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ কারণে বিসিএস কর্তৃপক্ষ স্কুলের ছেলে-মেয়েদের জন্য গাইডেড ট্যুরের ব্যবস্থা করেছে।

কয়েকটি আকর্ষণীয় কম্পিউটার সামগ্রী : বাংলাদেশী ব্রান্ডের নোট বুক কম্পিউটার নিয়ে এসেছিল ডলফিন কম্পিউটারস লিঃ। ডলফিন অ্যাসিগো নামের এ নোটবুক কম্পিউটার চারটি মডেলে তৈরী করা হয়েছে। মডেলগুলো হলো ডলফিন অ্যাসিগো ২৩০০ টিডি, এসএন ২২২, জি ৫১০ এম এবং ৮১৭০ ডি। এগুলোর দাম ৬৫,০০০ থেকে ১,২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত।

ছবি : মুজাহিদুল ইসলাম

একটি সাব উফার ও পাঁচটি স্যাটেলাইট নিয়ে ছয়টি স্পিকারের উন্নতমানের একটি সাউন্ড কার্ড। ক্রিয়েটিভ হোম থিয়েটার সিরিজের ডিটিটি ৩৫০০ ডিজিটাল মডেলটি রয়েছে ডলবি ডিজিটালের সারাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে ২৪ বিট ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্টার ও ডলবি ডিজিটাল ডিফেন্ডার যুক্ত অ্যামপ্লিফায়ার। রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দাম ছিল ১৯,৫০০ টাকা।

আপনি যদি কি-বোর্ড কিংবা মাউসের পরিবর্তে মনিটর স্ক্রিনের ওপরেই আঙুলের চাপ দিয়ে জেনে নিতে চান আপনার কাঙ্ক্ষিত বিষয় তাহলে আপনার চাই ইন্টার অ্যাকটিভ কিয়স্ক। মেলায় অ্যাপোলো টেকনোলজিস নিয়ে এসেছিল আপনার সেই কাঙ্ক্ষিত ইন্টার অ্যাকটিভ কিয়স্ক। হোটেল, থিয়েটার, ট্রেনিং সেন্টার, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মত বহু জায়গায় এ ধরনের কিয়স্ক ব্যবহৃত হয়। বিশেষ ধরনের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে এটি কাজ করে। এ রকম একটি কিয়স্কের দাম পড়ছে প্রায় ২ লাখ টাকা।

ইন্টারনেট সার্ভিস : এবারের মেলায় অনেকগুলো ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন লাইন লিমিটেড (বিওএল), বিডিকম অন লাইন, ঢাকা রুম, বিজয় অনলাইন, আফতাব আইটি লিমিটেড, ইন্টারনেট সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক (আইএসএন), অগ্নি সিস্টেমস ও গ্লোবাল অনলাইন উল্লেখযোগ্য। যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে জানেন না তাদেরকে হাতে-কলমে ইন্টারনেট ব্যবহার পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার ভাল করে দেখানো হয়। ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো (আইএসপি) বিশেষ ডিসকাউন্ট দিয়েছে মেলায়। মেলা উপলক্ষে ঢাকা কম প্রতি মিনিট ইন্টারনেট ব্যবহারে খরচ রেখেছে মাত্র ৫০ পয়সা। আফতাব আইটি লিমিটেড ৫০০ টাকায় দিয়েছে একটি ইজি কিট। সাথে ৫৬০ মিনিট ইন্টারনেট বিনামূল্যে ব্যবহারের সুযোগ। একবছর মেয়াদে গ্লোবাল অনলাইন com.net.org ডোমেইন নাম রেজিস্ট্রেশনের জন্য নিয়েছে ৭০০ টাকা।

তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক প্রকাশনা : মেলা উপলক্ষে নতুন সাজে বেরিয়েছে তথ্য প্রযুক্তির এই ম্যাগাজিন ও ডিজিটাল ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যে কম্পিউটার জগৎ, সি-নিউজ, কম্পিউটার বিচিত্রা, কম্পিউটার বার্তা, ই-বিজ উল্লেখযোগ্য। ডিজিটাল ম্যাগাজিন আইটিকম এবং আইকম এসেছে মেলায়। এবারের মেলায় অফিসিয়াল মিডিয়া হিসেবে ঘোষিত হয়েছে 'মাসিক কম্পিউটার জগৎ'। মেলা উপলক্ষে কম্পিউটার জগৎ এবং ই-বিজ প্রতিদিন বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করেছে। তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে– জ্ঞানকোষ, বুকস এন্ড টেকভিউ, পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, সিসটেক পাবলিকেশন্স ও বুক ওয়ার্ল্ড মেলায় অংশগ্রহণ করেছিল।

মেলার চারদিকে ও অভ্যন্তরে ছিল হলুদ পোশাকধারী ESC-র তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের সুন্দর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। মেলার শৃংখলা রক্ষায় তাদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

সব মিলিয়ে এবারের কম্পিউটার মেলা ছিল তারুণ্যে ভরপুর। স্টলগুলোতে লাস্যময়ী তরুণ-তরুণীদের চকিত হাসি আর পণ্য বিক্রির কসরত। ক্রেতারাও ছিল তরুণ-তরুণী। এভাবে পণ্য আর অর্থের আদান প্রদানের মধ্যেদিয়ে শেষ হয়ে গেল এবারের প্রযুক্তির এই মিলন মেলা বা ডটকম মেলাটি।